মুজিবনগরে বসতবাড়ি পুড়ে যাওয়া পরিবারের পাশে উপজেলা প্রশাসন

মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের খানপুর গ্রামের পুরাতন বিজিবি ক্যাম্প পাড়ার হতদরিদ্র স্বামী পরিত্যাক্ত জমেলা খাতুনের বসতভিটা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল শনিবার রাতটা নয়টার দিকে বিদ্যুতের সংযোগের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত হয়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দোচালা টিনের ঘরটি। খবর পেয়ে মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই আগুনে তিলে তিলে গড়ে তোলা পরিবারটির কাঁথা কম্বল, জামা কাপড়, ফ্রিজ টিভি, হাড়ি পাতিল সহ ব্যবহারের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছায় হয়ে গেছে পুড়ে গেছে ঘরে রাখা নগদ ১০ হাজার টাকাও। অগ্নিকাণ্ডে অসহায় পরিবারটির দুই থেকে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে জানান স্থানীয়রা। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জমেলা খাতুনের স্বামী দীর্ঘদিন হল তাকে ছেড়ে চলে গেছে।একমাত্র ছেলে তুফানকে নিয়ে কোন রকম জীবন যাপন করে আসছেন তিনি। ছেলে তুফান রাজমিস্ত্রির কাজ করে যা আয় করে তা দিয়ে চলে জমেলা খাতুন ছেলে তুফান এবং তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে এই পাঁচ জনের সংসার। আকস্মিক এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে পরিবারটির স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ। নেই পরিধানের কাপড়ও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জামেলা খাতুন ও তার ছেলে তুফান। তাদের এই বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজ রবিবার বিকেলে ঘটনাস্থলে যান তিনি তাৎক্ষণিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদানকৃত দুই বাইন ঢেউটিন এবং নগদ অর্থ প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেন, আপনাদের যেহেতু ঘর নাই পুড়ে গেছে তাই প্রাথমিক অবস্থায় দুই বাইন টিন ও ছয় হাজার টাকা

আপনাদেরকে প্রদান করা হলো। এটা দিয়ে আপাতত ঘর তৈরি করে বসবাস করেন। আপনাদের জন্য আরও সহযোগিতা আমরা করব। আপনাদের কোন কিছু প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। উপজেলা প্রশাসন সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম এবং উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন।

সেই বন্যা মন্ডলের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রতিবেদন প্রকাশের পর মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের সেই অসহায় বন্যা মন্ডলের পরিবারটির পাশে দাাঁড়ালেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। বাড়িয়ে দিয়েছেন মানবিকতার হাত।

প্রাথমিকভাবে তাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করার পাশাপাশি একটি বাড়ি নির্মাণ ও দোকানের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন জেলা প্রশাসন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের নির্দেশে আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) দুপুরের দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হুমায়ন কবির, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন রতনপুর গ্রামের অসহায় মাইকেল মন্ডলের পরিবারের সাথে দেখা করে হুইল চেয়ার প্রদান করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছেন। পরিবারের প্রধান প্রতিবন্ধী মাইকেল মন্ডলকে একটি হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তার জরাজীর্ণ টিনের ঘরটি ত্রাণ শাখার উদ্যোগে মেরামত করে দেওয়াসহ চা দোকানের জন্য কিছু অর্থ দেওয়ার স্বীদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেন, তার বসবাসরত যায়গাটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হচ্ছে। সেখানে সরকারীভাবে বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া যায় কিনা। অথবা অন্য কোনো স্থানে তাকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মাইকেল মন্ডল গ্যাংরিন নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে তার একটি পা কেটে ফেলা হয় কিছুদিন পর সে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বিছানাগত হয়ে দিনাতিপাত করছেন। তার স্ত্রী বন্যা মন্ডল সকালে বুয়ার কাজ, বিকালে চা দোকানী ও রাতে দর্জির কাজ করে ৪ সদস্যের সংসার পরিচালনা করেন। তার মেয়ে মেঘলা মন্ডল আইএ পরীক্ষার্থী ও ছেলে সোহাগ মন্ডল নার্সিং ডিপ্লোমা শেষে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ইন্টার্নশীপ করছেন। তাদের মানবেতর জীবন নিয়ে “কষ্টের বানে ভাসছে বন্যা মন্ডল” শীরোনামে গত ২৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।